গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ।
www.lawjusticediv.gov.bd

নৈতিকতা কমিটির কার্যবিবরণী।

তারিখ ঃ ১৬/০৪/২০২৩ খ্রিঃ
সময় ঃ ২.০০ ঘটিকা
স্থান ঃ সভাকক্ষ, আইন ও বিচার বিভাগ।

আয়োজনে ঃ নৈতিকতা কমিটি, আইন ও বিচার বিভাগ।

আজ ১৬/০৪/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের সভা কক্ষে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের নৈতিকতা কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সভাপতি ও মাননীয় সচিব জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট জনাব উম্মে কুলসুম সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিগত ১১ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ইস্যুকৃত পরিপত্রে উল্লিখিত নৈতিকতা কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে উল্লেখ করেন। উক্ত পরিপত্র অনুযায়ী এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির কার্যবিবরণী হচ্ছে ঃ-

(১) আইন ও বিচার বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ;

(২) বিদ্যমান অন্তরায় দূরীকরণে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
(৩) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাদের উপর ন্যস্ত থাকবে, তা নির্ধারণ; এবং
(৪) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

তিনি আরও উল্লেখ করেন ঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে আইন ও বিচার বিভাগের জন্য সুনির্দিষ্ট কমপরিকল্পনা রয়েছে। যার মধ্যে দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্পমেয়াদি কর্মপরিকল্পনার জন্য নির্ধারিত কর্মকৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য। আইন ও বিচার বিভাগের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল নাগরিক সেবার মধ্যে বিদ্যমান অন্তরায় চিহ্নিত করে এবং তা দূর করার মাধ্যমে সেবাগ্রহিতাগণের নিকট গুনগত সেবা নিশ্চিত করা শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে অন্যতম উদ্দেশ্য। আইন ও বিচার বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাগরিক সেবাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ঃ-

(ক) দ্রুততম সময়ে ও স্বল্পতম ব্যয়ে মামলাজট নিরসন করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা;
(খ) আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও গুনগতমান বৃদ্ধি করা;
(গ) ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রম সহজিকরণের মাধ্যমে জনগণের হয়রানী হ্রাস করা;
(ঘ) আইন ও বিচার বিভাগের অভ্যন্তরীন নাগরিক সেবাসমূহের মানোন্নয়ন করা;

এই বিভাগের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় বেশ কিছু বিষয় সংযোজন করা হয়েছে, যা মাঠপর্যায়ে প্রদত্ত সেবারমান্নোয়নে ভূমিকা রাখবে। একই সাথে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করবে। কর্মপরিকল্পনার ৩-এর ক্রমিকে উল্লিখিত সেবাসমূহ ব্যতিত এই বিভাগের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে তা দূরীকরণেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একইরূপে অন্যান্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহিতাগণের নিকট সহজে ও দ্রুততম সময়ে সেবাটি পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার সুযোগ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-১) জনাব বিকাশ কুমার সাহা তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেন, আইন ও বিচার বিভাগের সাথে সম্পর্কিত নাগরিক সেবাসমূহ দ্রুততম সময়ে প্রদান করার জন্য এই বিভাগ হতে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনয়ন করা প্রয়োজন। তিনি এই প্রেক্ষিতে নোটারী কার্যক্রমে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা কি করে দূর করা যায়, সেই বিষয়ে উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিশেষ করে নিযুক্তীয় নোটারী পাবলিকগণ যাতে নোটারী বিধিমালা অনুযায়ী তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ব্যতিত অন্য কোন ধরণের বিধিবহির্ভূত কাজ করতে না পারে, সে বিষয়ে পরিবীক্ষণ ও তত্বাবধান করা জরুরী।

এই বিষয়ে উপ-সচিব (রেজিস্ট্রেশন) তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, নোটারী বিধিমালা অনুযায়ী একজন নোটারী পাবলিক কি কি কর্মসম্পাদন করবেন, তার তালিকা এই বিভাগের সিটিজেন চার্টারে উল্লেখ করা রয়েছে। তথাপি নিয়োগের শর্ত ভঙ্গ করে নিযুক্তীয় নোটারী পাবলিকগণ বিবাহ রেজিস্ট্রেশনসহ বিভিন্ন প্রকার ইন্সট্রুমেন্ট তৈরী করে থাকেন। কোন নোটারী পাবলিকের দ্বারা এই ধরণের বিধিবহির্ভূত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হলে তার লাইসেন্স বাতিলসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের নিযুক্তীয় নোটারী পাবলিকগণের সম্পাদিত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মনিটরিং এর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২) জনাব শেখ গোলাম মাহবুব তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেন, ভূমি নিবন্ধন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রকৃত রেজিস্ট্রেশন খরচ সম্পর্কে সেবা গ্রহিতাগণকে অবহিত করা প্রয়োজন। অনেক সময় শুধুমাত্র প্রকৃত খরচ সম্পর্কে জনগণ অবহিত না হওয়ায় তাদেরকে হয়রানী ও আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখী হতে হয়।

এই প্রসঙ্গে নিবন্ধন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জনাব মোঃ জিয়াউল হক (পরিদর্শক) তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, কোন দলিলের নিবন্ধন খরচ কত এই সম্পর্কে সেবাগ্রহিতাগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি এ্যাপস্ তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু অনেক সময় সেবাগ্রহিতাগণ এই বিষয়ে তাৎক্ষনিকভাবে সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস হতে তথ্য সংগ্রহ করতে আগ্রহী হয়। এই বিষয়টি সহজ করার লক্ষ্যে প্রত্যেক সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে দৃশ্যমান স্থানে সিটিজনে চার্টারের পাশাপাশি প্রত্যেক দলিলের ধরণ অনুযায়ী পরিশোধযোগ্য সরকারি ফি এর তালিকা প্রদর্শন করা যেতে পারে।

আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার উপ-পরিচালক, জনাব তোফাজ্জল হোসেন হিরু তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, আইনগত সহায়তা কেন্দ্রের হটলাইন নম্বর ১৬৪৩০-এ ফোন করে বাংলাদেশের যে কোন প্রান্ত হতে আইনগত সহায়তা বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে হটলাইন নম্বরটিতে ফোন রিসিভ করার মত জনবল না থাকায় বর্ণিত সেবাটি প্রদান করা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। উক্ত বিষয়ে অবিলম্বে জনবল নিয়োগের মাধ্যমে হটলাইন সেবাটি অব্যাহত রাখার জন্য তিনি সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মাননীয় সভাপতি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, ইতোমধ্যে আলোচিত বিভিন্ন সেবামুখী কার্যক্রম কতটা নাগরিক বান্ধব হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে, তা বাস্তবসম্মতভাবে পরীক্ষা করতে হবে। সেই প্রেক্ষিতে নিযুক্তীয় নোটারী পাবলিকগণের কার্যক্রম সঠিকভাবে মনিটরিং করার লক্ষ্যে একটি কার্যকর রিপোর্টিং সিস্টেম গড়ে তোলা যেতে পারে। তাছাড়া দলিল নিবন্ধনের প্রকৃত ফি সম্পর্কে জনগণকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হালনাগাদ তথ্য অবহিত করতে হবে। একই সাথে সেবাগ্রহিতাগণকে দ্রুততম সময়ে দলিল নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে কিভাবে

হয়রানী থেকে রক্ষা করা যায়, সেই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার হটলাইন নম্বরে আইনী পরামর্শ প্রদান করার মত জনবল নিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় আলোচিত বিষয়সমূহের প্রেক্ষিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয় ঃ

(ক) নিয়ুক্তীয় নোটারী পাবলিকগণের কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য একটি কার্যকরী রিপোর্টিং এর ফরমেট তৈরী করতে হবে। উক্ত ফরমেট অনুযায়ী জেলাজজগণ নোটারী পাবলিকদের কাজের গুনগতমান ও ধরণ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করবে।

(খ) প্রত্যেক ভূমি নিবন্ধন দলিলের রেজিস্ট্রেশন ফি এর হালনাগাদ তালিকা দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) হটলাইন নম্বরে জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা পরিচালককে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষনা করেন।

(মোঃ গোলাম সারওয়ার)
সচিব
ও
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি
আইন ও বিচার বিভাগ।